দৈনিক জনকণ্ঠ

১৮/১০/2000

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৩ - ৪

চবির নতুন উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য হওয়া নিয়ে জোর লবিং

চবি সংবাদদাতা ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য কে হচ্ছেন, তা নিয়ে জোর জল্পনা-কল্পনা চলছে। সম্ভাব্য উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যগণ বর্তমানে রাজধানী ঢাকাসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, আমলা ও দলীয় নেতাদের সঙ্গে লবিং চালাচ্ছেন পুরোদমে। প্রার্থীরা পরস্পরকে ঘায়েল করতে বিষোদগার করতেও দ্বিধা করছেন না। এ নিয়ে এখন শিক্ষক রাজনীতি সরগরম। ধারণা করা হচ্ছে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য হতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের এবার প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হবে। ওয়াকিফহাল মহলের মতে, চবি হচ্ছে দেশের সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিদ্যাপীঠ। একদিকে সন্ত্রাসবাদী ছাত্ররাজনীতি ও আঞ্চলিকতার কোন্দল, অপরদিকে পর্বতপ্রমাণ সেশনজট ও ক্রমবর্ধমান আর্থিক ঘাটতি। এই অবস্থায় সাম্প্রতিক সময়ের উপাচার্যদের কেউই স্বস্তি পাননি।

সূত্র মতে, শিক্ষক রাজনীতিতে জামায়াতপন্থীরা কোণঠাসা হলেও শিবিরের প্রবল দাপটে তাঁরাও চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এছাড়া বর্তমানে মন্ত্রিসভায় জামায়াতের অন্তর্ভুক্তি তাদের আরও শক্তি বাড়িয়েছে। ইতোমধ্যে জামায়াতপন্থী কোন কোন শিক্ষক ও শিবির ক্যাডাররা হুমকি দিয়েছে যে, চবির সম্ভাব্য উপাচার্যকে জামায়াত -শিবিরের সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে হবে। অন্যদিকে চবির শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতিতে আঞ্চলিকতা একটি অঘোষিত প্রবণতা। ফলে চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রামের বাইরে উভয় কূল রক্ষা করা বেশ কঠিন। সে জন্য সরকার সব সময় চেষ্টা করেন চট্টগ্রাম থেকে উপাচার্য করলে, চট্টগ্রামের বাইরে থেকে উপ-উপাচার্য করতে। এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসবাদী ছাত্ররাজনীতির প্রভাবে ইতোমধ্যে সেশনজট ৪ বছরে পড়েছে। লাগামহীন নিয়োগ, অপরিকল্পিত অর্থ ব্যয়ে বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে থাকবে ছাত্রদলকে পুনর্প্রতিষ্ঠা করার মানসিকতা। ফলে যিনিই উপাচার্য হোন তাকে কঠিন ঝুঁকির মধ্যেই এগুতে হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এতসব ঝুঁকি মনে রেখেও চবির উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য পদের জন্য যাঁদের নাম সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে তাঁরা হলেন সাবেক উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. বদিউল আলম, প্রফেসর ড. ইউসুফ শরীফ আহমেদ খান, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ, প্রফেসর ড. সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী ও প্রফেসর ড. মুনীর আহমেদ চৌধুরী। এর বাইরে বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ফজলী হোসেনও আঞ্চলিকতার সূত্রে প্রধানমন্ত্রীকে ম্যানেজ করে তাঁর পদে বহাল থাকতে চাচ্ছেন বলে প্রকাশ।

সূত্র মতে, প্রফেসর বদিউল আমল দাবি করেন বর্তমানে চবির সাদা দলে তিনিই জ্যেষ্ঠতম প্রফেসর। সাবেক উপ-উপাচার্য হিসাবে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও বিএনপির প্রতি অটল কমিটমেন্ট তাঁর রয়েছে। সে সূত্রে তিনিই দাবিদার। প্রফেসর ইউসুফ শরীফ অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষক নেতা ও বিশিষ্ট পরিবেশবিদ হিসাবে খ্যাত। অনুরূপ ড. মোহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ উচ্চকণ্ঠ আপোসহীন জাতীয়তাবাদী হিসাবে পরিচিত। ড. শরীফ ও ড. মাহবুব কট্টরপন্থীদের ঘনিষ্ঠজন হিসাবেও বেশ সুপরিচিত। অন্যদিকে ড. সিদ্দিক ও ড. মুনীর চবিতে ছাত্রদলের অন্যতম স্থপতি, শিক্ষক সমিতিসহ বিভিন্ন ফোরামের বহুল আলোচিত নেতা।

ড. সিদ্দিকের দাবি রাজনীতিতে তিনি জাতীয়তাবাদের অগ্রসৈনিক। ড. মুনীরও একই দাবি করেন। ওয়াকিফহাল মহলের মতে, বর্তমান উপাচার্য ব্যাপক চেষ্টা চালালেও একাধিকবার দলবদল, বেশি বয়স এবং উপাচার্য হিসাবে কিছু বিতর্কিত ভূমিকার কারণে আর তেমন অগ্রসর হতে পারবেন না। আর বৃহত্তর চট্টগ্রাম থেকে উপাচার্য হলে ড. বদিউল আলম, আর চট্টগ্রামের বাইরে থেকে হলে ড. ইউসুফ শরীফ অথবা ড. মোঃ মাহবুব উল্লাহর যে কোন একজন উপাচার্য হতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।